দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

স্থানান্তরিত শিক্ষকদের ফরিয়াদ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২০০১ এবং ২০০৩ সালে কিছুসংখ্যক সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অর্থায়নে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০ জুন ২০০৫ তারিখের এসআরও (বাংলাদেশ গেজেট) নম্বর ১৮৪-এর ভিত্তিতে প্রকল্পে কর্মরত ৫৫০৬টি শিক্ষকের পদ জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জুলাই ০৭ পর্যন্ত আমরা প্রারম্ভিক মূল বেতনে বেতন-ভাতা পাচ্ছি। অথচ এসআরও নম্বর ১৮৪-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, প্রকল্পের চাকরিকাল গণনা করে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। আমি/ আমরা ২০০১ সালে প্রকল্পে যোগদান করে এ পর্যন্ত একটিও ইনক্রিমেন্ট পাইনি। ২০০৩ সালের ১ জুলাই থেকে সরকার উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১০% মহার্ঘভাতা দিচ্ছেন। কিন্তু জুলাই ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত আমরা মহার্ঘভাতা পাইনি।

২০০৬ সালে বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ দিলেও ২০০৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেল (এসআরও নম্বর ১৩৯) কার্যকর করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। বেতন নির্ধারণ না করেই প্রারম্ভিক মূল বেতনে বেতন-ভাতাদি দিয়ে যাচ্ছে। অতএব, জুলাই ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত মহার্ঘভাতা প্রদান, ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর, নিয়মিতকরণের সঠিক তারিখ এবং আমাদের বেতন কিভাবে নির্ধারিত হবে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত বকেয়া পরিশোধের আদেশ অবিলম্বে জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ,
সহকারী শিক্ষক, আমবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর।